দৈনিক ইনকিলাব
JAN 9 1999
তারিখ JAN 9 1999 পৃঃ ৭ কলাম ৬
239

শিক্ষাঙ্গনে হতাশা ও তার প্রতিকার

মুহসিন উদ্দীন

আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি কথা আছে; শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড; মেরুদণ্ড ছাড়া মানুষ যেমন অকেজো, তেমনি শিক্ষা ছাড়া মানব সভ্যতাও অসাড় ও অকল্পনীয়। যাহোক, শিক্ষা কি অধুনা মানব সভ্যতাকে সকল সংকীর্ণতার অভিশাপ হতে মুক্ত করতে পেরেছে? মানবতার এ চরম দুর্দিনে এ ধরনের বহু জিজ্ঞাসাই শুধু প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়েই থেকে যাচ্ছে।

জ্ঞান-গরিমায় যাদের জীবন ধন্য ও সামাজিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা শুধু আবেগে ভরা এবং হতাশায় পরিপূর্ণ দু'চারটি বাণী শুনিয়ে কেটে পড়েন। অথচ আবেগ ও হতাশা দিয়ে কোন প্রয়োজন বা জটিলতার দ্বার উন্মোচিত হয় না, একথা কে না জানে? বলাবাহুল্য অধুনা আমাদের সমাজ ও সামাজিকতা যেভাবে প্রতিনিয়ত পশুত্বের আচরণে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, এর অভিশাপ হতে পরিত্রাণের জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ও জাতির ঐক্যবদ্ধ ত্যাগ-তিতিক্ষার; তাহলে হয়তো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। যাহোক এ ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষা জীবনে আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ হতে শুরু করে প্রায় সর্বত্রই চলছে হতাশা আর চরম অস্থিরতা, কোথাও শিক্ষার ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকমণ্ডলী উচ্চ শিক্ষাদানের আশায় ছেলে-মেয়েদেরকে খ্যাতিমান বিদ্যাপীঠগুলোতে পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু পরিবেশ এতই নাজুক যে, তারা প্রতিনিয়ত চিন্তায় অস্থির হয়ে প্রহর গুণছেন, তার ছেলেটি শিক্ষা জীবন শেষ করে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরবে তো? নাকি প্রাণ হারিয়ে লাশ হয়ে ফিরবে? অথবা মেয়েটি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে মান-সম্ভ্রম নিয়ে ঘরে ফিরতে সক্ষম হবে কি? কারণ কতিপয় ছেলেরা আজ প্রাণ হারিয়ে লাশ হয়ে ঘরে ফিরছে আর মেয়েরা এসিডদগ্ধ হয়ে অন্যথায় ব্যভিচারের শিকার হয়ে ঘরে ফিরছে।

ছাত্রীরা আজ পিতৃতুল্য কতিপয় শিক্ষকের হাতে ব্যভিচারের শিকার হয়ে মিছিল করছে। লজ্জায় জাতি আজ হতবাক। বিদ্যাপীঠ আজ জাহেলিয়াতের যুগকেও যেন হার মানিয়েছে। এহেন নজির যে কত শত তার পরিসংখ্যান করেই বা কি লাভ? কার দ্বারস্থ হয়ে এর প্রতিকার পাওয়া যাবে. তা বলা বড়ই মশকিল! তাহলে এ হতাশা ও আক্ষেপ নিয়েই কি পরপাড়ে পাড়ি জমাতে হবে আমাদেরকে?

বলাবাহুল্য এসব জিজ্ঞাসার জবাব বা সমাধান কোন্ পথে তা তলিয়েই বা আমরা ক'জন দেখছি? আমাদের আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ এতই নজুক যে, শিক্ষার্থী হয় একজন বেপরোয়া অন্যথায় এক উচ্ছৃংখল সন্ত্রাসী মানবরূপী দানবে পরিণত হয়ে থাকে। অবশ্য এর বিপরীত অর্থাৎ সত্যিকার মানবতাসম্পন্ন কিছু ফসল একেবারে যে উৎপন্ন হচ্ছে না, এমনটা নয়। তবে তা খুবই নগণ্য।

তাহলে এহেন হতাশা কাটিয়ে আশার আলো প্রতিভাত হবে কি? বস্তুতঃ বৈষয়িক শিক্ষার সাথে নৈতিক আদর্শের অনুশীলন একান্ত কর্তব্য। মূলত এরই মধ্য দিয়ে এ হতাশার অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে। নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন। তাই আদর্শ চরিত্র গঠনের জন্য চাই শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক শিক্ষার বাস্তব অনুশীলন। বস্তুত, এর প্রতিফলন ঘটাতে হলে ইসলামী জীবন দর্শনের বাস্তবায়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইসলামী জীবন দর্শন মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমার জীবনের বৈধাবৈধ সকল কর্মকাণ্ড মহান সত্তা আল্লাহতায়ালার দৃষ্টির মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে। তার নির্দেশের পরিপন্থী তথা মানবতাবিবর্জিত আচরণে লিপ্ত হলে এর শাস্তি সেই অনাগত পারলৌকিক জীবনের মহাদিবসে অবশ্যই মাথা পেতে নিতে হবে। বস্তুত ইসলামী জীবন দর্শনের ন্যায় এ ধরনের নৈতিক শিক্ষার কোন তুলনা নেই। কেননা, ইসলামী জীবন দর্শনই একমাত্র মানব জাতিকে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনে জবাবদিহিতার ভয়ের মাধ্যমে এক সুমহান চরিত্রের সোপানে আরোহণ করাতে পারে।

সুতরাং শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। আর এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য বলে বিবেচিত। প্রচার মাধ্যম যেমন—রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিও যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অথচ এগুলো না করে নৈতিক চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল ও বেহায়াপনা ছায়াছবির প্রদর্শনী চলছে ব্যাপকভাবে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে ইসলামের প্রতি অনীহা সৃষ্টির লক্ষ্যে তথাকথিত সংস্কৃতির নামে চিত্রজগতের অশালীন ছায়াছবি প্রদর্শন এবং অবস্তুনিষ্ঠ নাটক-নাটিকার মাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে লাগামহীনভাবে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের পার্থক্যটুকুও একদিন আমাদের অজান্তে হারিয়ে ফেলবে। তাই এহেন ষড়যন্ত্রের ছোবল থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ভুলে যেতে হবে পারস্পরিক ছোটখাটো বিভেদ এবং ছোটকে জটিল করে তোলার ছিদ্র অন্বেষণ হতে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকতে হবে সকলকেই।

শিক্ষার্থীকে নৈতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করতে হলে তাকে কুরআন ও হাদীসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এ পর্যায় আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। এ প্রয়াস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বস্তুতঃ আরবী ভাষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায় আজ শীর্ষস্থান জুড়ে আছে। পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে আরবী রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষারূপে চালু আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার খৃস্ট জাতি বর্তমানে আরবী শেখার ব্যাপারে খুবই তৎপর হচ্ছে। আমাদের দেশের অমুসলিমরাও আজ চাকরির জন্য আরব জাহানে পাড়ি জমাচ্ছে, ইংরেজী ভাষার ন্যায় তাদের আরবীকে নিছক একটি ভাষারূপে শিখতে আপত্তি কোথায়? যাহোক একান্ত যদি তারা শিখতে না-ই চায়, তাহলে শুধু তাদের জন্য অন্য একটি বিষয় যেমন সংস্কৃত, পালি অথবা অন্য কিছু রাখা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যেরূপ ঐচ্ছিক বিষয় চালু আছে। এটি ইচ্ছে করলে সেভাবেও করা যেতে পারে।

এ প্রয়াস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্কুলসমূহে তৃতীয় শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী বিষয়ের জন্য পঞ্চাশ নম্বর নির্ধারিত থাকতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উক্ত বিষয়ের জন্য একশত নম্বর নির্ধারিত থাকতে হবে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য নম্বর সমভাবে প্রযোজ্য হলে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব ও শেখার প্রতি তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ প্রয়াস বাস্তবায়িত হলে চিহ্নিত দু'চারজন ছাড়া সকলেই দেশ পরিচালকদের অবশ্যই মোবারকবাদ জানাবে।